International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

ইউথানেসিয়া / ইউথেনেসিয়া

Euthanasia

Dr. Shubhra Aich

Assistant Professor in Sonada DegreeColl, History, Sonada Degree College under North Bengal University

Abstract

"School of Medicine" এর ভাষায় "Euthanasia" হল "Euthanasia is the practice of ending the life of a patient to limit the patient's suffering. The patient in question would typically be terminally ill or experiencing great pain and suffering. The word 'Euthanasia' itself comes from the Greek words 'Eu' (good) and 'Thanatos' (death). The idea is that instead of condemning someone to a slow, painful or undignified death, Euthanasia would allow the patient to experience a relatively 'good death.' (১)

করুণা - হত্যা (সৌজন্য - হত্যা) বা কাঙ্খিত হত্যা

লেখিকা – ডঃ শুভ্রা আইচ

"School of Medicine" এর ভাষায় "Euthanasia" হল "Euthanasia is the practice of ending the life of a patient to limit the patient's suffering. The patient in question would typically be terminally ill or experiencing great pain and suffering. The word 'Euthanasia' itself comes from the Greek words 'Eu' (good) and 'Thanatos' (death). The idea is that instead of condemning someone to a slow, painful or undignified death, Euthanasia would allow the patient to experience a relatively 'good death.' **(১)**

'ইউথানেসিয়া' (Euthanasia) শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল – 'করুণা হত্যা' (সৌজন্য হত্যা) বা 'কাঙ্খিত হত্যা' যে হত্যায় মৃত্যুকাঙ্খি ব্যক্তির মৃত্যুটি হয় শান্তিপূর্ণ। তাহলে 'ইউথেনেসিয়া'র অর্থ হল শান্ত ও সহজ – মৃত্যু, স্বস্তি মৃত্যু (mercy killing)। অনারোগ্য ব্যাধির অশেষ যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করার জন্য সহজ ও শান্তভাবে জীবনের অবসান ঘটানো (a gentle and easy death) অর্থাৎ কাঙ্খিত হত্যাজনিত মৃত্যু (When death is desired)। গর্ভস্থ ভ্রূণের গুরুতর বিকলাঙ্গ রূপে (যেমন - মস্তিষ্কস্নায়ু কোষের অপূর্ণতা, অন্তর্দেহের অপূর্ণতা, ভঙ্গুর অস্থি ইত্যাদি) ভূমিষ্ঠ হবার আশঙ্কা থাকলে, বিকলাঙ্গ এবং আজন্ম ব্যাধিগ্রস্ত শিশুর জীবনধারণের সামর্থ্য না থাকলে, দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত মানুষের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা না থাকলে, তাদের রোগ-যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি দেবার জন্য মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করার ব্যবস্থাই হল 'করুণা হত্যা' বা 'সৌজন্য হত্যা' বা 'Euthanasia'। **(২)**

ইউথেনেসিয়া বা ইউথানেসিয়ার ধারণাটি শুরু থেকেই একটি বিতর্কিত বিষয়। "ইউথেনেসিয়া" শব্দটি গ্রিক থেকে এসেছে, "Eu" এর অর্থ "ভালো" এবং "Thanatos" এর অর্থ "মৃত্যু"। এই দুটি শব্দের অর্থকে এক করলে এর অর্থ দাঁড়ায় "ভালো মৃত্যু"। ইউথেনেসিয়াকে কার্যকরী করার কথা বলা হয় কারণ এতে বিশেষ কোনো রোগীর মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করা হয় যাতে তাকে আর কষ্টদায়ক রোগে ভুগতে না হয়, মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তার ভোগান্তি এড়ানো যায়। এক কথায় বলতে গেলে

কোন ব্যক্তি অত্যন্ত অসুস্থ কিংবা কঠিন কোন রোগে আক্রান্ত হলে তাকে অসহনীয় কষ্ট ও ব্যথা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য প্রাণনাশে সহায়তা করাকেই ‘ইউথেনেসিয়া’ বা ‘আরামের সহজ মৃত্যু বলে’ । **(৩)**

এই প্রকারে প্রাণনাশ বা জীবন - হননকে অনেকেই নিতান্ত মন্দকর্ম, অকল্যাণজনক–কর্ম, অনৈতিক কর্মরূপে গণ্য করেন । খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী থেকে পাশ্চাত্যের চিকিৎসকগণ ও চিকিৎসা - বিজ্ঞানের জনক হিপোক্রেটিস এর (Hippocrates 500 BC) শপথ বাক্য অনুসরণ করে বলা যায় যে তিনিও (Hippocrates) ইউথেনেসিয়া বিরোধী মনোভাব পোষণ করতেন । শপথ বাক্যটি হল – “কেউ কামনা করলেও তাকে প্রাণঘাতী ঔষধ (বিষ) দেওয়া যাবে না এবং ঐ রকম ওষুধ ব্যবহার করার জন্য কোন ব্যক্তি কে পরামর্শ দেওয়াও যাবে না” । **(৪)** কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে----

“Euthanasia” was practiced in Ancient Greece and Rome: for example Hemlock was employed as a means of hastening death on the island of kea, a technique also employed in Massalia. Euthanasia in the sense of the deliberate hastening of a person's death, was supported by Socrates, Plato and Seneca the Elder in the ancient world. We can see from the Death of Socrates, by Jacques - Louis David (1787), depicting Socrates preparing to drink Hemlock, following his conviction for corrupting the Youth of Athens.

পরবর্তীকালে ১৬০৫ খ্রী: ফ্রান্সিস বেকন আধুনিক যুগের প্রথম দিকে এই ইউথেনেসিয়া শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন । তাঁর কাজ “ইউথেনেসিয়া মেডিকা” তে তিনি এই প্রাচীন গ্রিক শব্দটি বেছে নিয়েছিলেন এবং তিনি ইউথেনেসিয়া অভ্যন্তরীণ মৃত্যুর জন্য আত্মার প্রস্তুতি ও ইউথেনেসিয়া বাহ্যিকের মধ্যে পার্থক্য করেছিলেন, যা জীবনের শেষকে সহজ ও যন্ত্রণাহীন করার উদ্দেশ্য ছিল । আধুনিক যুগের প্রথম দিকে আবার এই ধারণাটি সামনে এসেছিল ১৮ শতকের জেডলারস ইউনিভার্সালেক্সিকন এর সংজ্ঞার মধ্যে দিয়ে ।**(৫)**

অন্যদিকে "Brief history of Euthanasia and the contribution of Medical and surgical ethics to the cultural debate" প্রবন্ধে Cristina Tornali, Ignazio Vecchio, Luigi Rampello এবং Gaetana Silvia Rigo "Research Gate" পত্রিকায় লিখেছেন

"In his work 'Utopia' (1516), the English thinker Thomas More addressed the issue of euthanasia, deeming it legitimate in the case of incurable diseases, but only with the 'permission' of priests and magistrates. **(৬)**

বিভিন্ন প্রকারের করুণা হত্যা / সৌজন্য হত্যা / Euthanasia:-

আমরা Euthanasia এর ইতিহাস জানার আগে জানবো যে কয় প্রকারের Euthanasia বা সৌজন্য হত্যা বা করুণা হত্যা হয়ে থাকে ?

এটি মূলতঃ দুই প্রকারের হয় ।

ক) ঐচ্ছিক করুণা হত্যা (Voluntary Euthanasia)

খ) অনৈচ্ছিক করুণা হত্যা (Non – Voluntary Euthanasia)

ক) ঐচ্ছিক করুণা হত্যা (Voluntary Euthanasia)

নিহত ব্যক্তির পূর্ব ইচ্ছা বা অনুরোধ অনুসারে যে হত্যা তাকেই বলা হয় "ঐচ্ছিক করুণা – হত্যা," যাকে "কাঙ্খিত হত্যাজনিত মৃত্যুও বলা হয়" । করুণা - হত্যার অর্থাৎ Euthunasia এর সমর্থনে আইন প্রণয়নের জন্য সাম্প্রতিককালের যে জনমত গঠনের প্রচেষ্টা তা আসলে এই ঐচ্ছিক করুণা হত্যাকে কেন্দ্র করে । কয়েকটি দৃষ্টান্তর উল্লেখ করে পিটার সিঙ্গাঁর বুঝিয়েছেন ----- 'Jean's Way' নিবন্ধে ডেরেক হামফ্রি (Derek Humphry) তাঁর স্ত্রী জিন (Jean) এর মৃত্যুর বর্ণনা এভাবে দিয়েছেন : দুরারোগ্য এবং দুর্বিষহ ক্যান্সার রোগাক্রান্ত জিন তাঁর স্বামী Humphry কে এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন যাতে তাঁর (জিনের) যন্ত্রণাহীনভাবে স্বত্বর মৃত্যু হয় । জিনের ইচ্ছামত হামফ্রি কিছু ট্যাবলেট সংগ্রহ করে আনেন এবং সেগুলি গ্রহণ করা মাত্র জিনের মৃত্যু হয় । তবে এভাবে হত্যা সব দেশে সমর্থিত নয় । অধিকাংশ দেশে এভাবে হত্যাকে সাধারণ হত্যার মতো শাস্তিযোগ্য অপরাধরূপে গণ্য করা হয় ।

মিচিগানের প্যাথলজিস্ট Dr. Jack Kevorkian একটি "সুইসাইড মেশিন" নির্মাণ করেন, যেটি ব্যবহার করে যেকোন অন্তিম পথযাত্রী অতি সহজে আত্মহত্যা করতে পারে । ত্রিস্তরবিশিষ্ট একটি ইনজেকশন টিউবের মধ্যে তিনরকম পদার্থ থাকে । প্রথম স্তরে লবণজল, দ্বিতীয় স্তরে ঘুম - পাড়ানি ওষুধ এবং তৃতীয় স্তরে প্রাণঘাতী বিষাক্ত পদার্থ থাকে । মৃত্যুকামী ব্যক্তিকে বিষয়টি জানানোর পর, ডাক্তার সূচিকা প্রয়োগ করলে রোগীর দেহে নির্দোষ লবণজল প্রবিষ্ট হয় । এবার রোগী ঐ যন্ত্রে কিছুটা চাপ দিলে ঘুম - পাড়ানি ঔষুধ রোগীর দেহে প্রবিষ্ট হয় এবং ধীরে ধীরে তার চেতনা বিলুপ্ত হয় । এরপর যন্ত্রটি স্বয়ংক্রিয় হয় এবং রোগীর দেহের মধ্যে প্রাণঘাতী বিষাক্ত পদার্থটি প্রবিষ্ট হলে রোগীর তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটে । এখানে ডঃ কেভরকিয়েনকে ঐ মৃত্যুর জন্য দায়ী করা যাবে না ।ডাক্তার এখানে মৃত্যুকামী ব্যক্তির মৃত্যুর সহায়ক, ঘাতক নয় । ডাক্তার কেবল সূচিকা প্রয়োগে প্রাথমিক স্তরটি - নির্দোষ লবণজল প্রবিষ্ট করা স্তরটির সমাধা করেছেন ,পরবর্তী, স্তরগুলি নয় ।

১৯৭৩ খ্রী: এক ভয়াবহ মোটরবাইক দুর্ঘটনায় George Zygmaniak, এমনভাবে আহত হন যে, গলদেশের নিম্নবর্তী সমস্ত দেহ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয় এবং তিনি অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করছিলেন। হাসপাতালে থাকাকালীন জর্জ তাঁর শুশ্রূষারত ডাক্তারকে এবং তাঁর ভাই Lester কে বলেন যে, ঐরকম যন্ত্রণাবিদ্ধ ভাবে তিনি বাঁচতে চান না, তাঁকে যেন অতিশীঘ্র হত্যা করা হয় ।Lester ডাক্তারদের সাথে কথা বলে জানতে পারেন যে জর্জের আরোগ্যলাভের কোন সম্ভাবনা নেই ।Lester তখন একটি পিস্তল নিয়ে এসে জর্জকে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি তখনও মরতে সম্মত কিনা ? সদ্য একটি অপারেশনের জন্য জর্জের তখন বাকশক্তি না থাকলেও তিনি সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়েন। জর্জের সম্মতি আছে জেনে Lester জর্জের মাথায় গুলি করে হত্যা করেন। এক্ষেত্রে বলা যায়-----

১. শেষের উদাহরণটি Euthanasia এর একটি দৃষ্টান্ত হলেও তা Euthanasia এর সব শর্ত পূরণ করে না। কারণ জর্জের মরণেচ্ছা যে বিচারশীল মনোভাবের প্রকাশ, যন্ত্রণাক্লিষ্ট মনোভারের নয় তা প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

২. জর্জের আরোগ্যলাভের কোন সম্ভাবনা নেই; এই সিদ্ধান্ত বিশেষ কোনো এক বা একাধিক চিকিৎসকের অভিমত, “বিশেষজ্ঞ কমিটির” সিদ্ধান্ত নয়।

৩. হত্যার ব্যাপারে কোন চিকিৎসকের সাহায্য নেওয়া হয়নি---- অত্যন্ত স্থূল পদ্ধতিতে জর্জকে গুলি করে Lester হত্যা করেছিলেন। একমাত্র নেদারল্যান্ডস ছাড়া অন্যান্য দেশে এইভাবে হত্যা আইন বিরোধী এবং শাস্তিযোগ্য। নেদারল্যান্ডসে Euthunasia কে হত্যারূপে গণ্য করা হয় না । ঐ অঞ্চলের চিকিৎসকগণ প্রকাশ্যে মৃত্যুকামি মুমূর্ষুর শান্তিতে এবং সম্মানজনকভাবে মৃত্যুর ব্যবস্থা করতে পারেন, কেননা তা আইন সম্মত ।১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে থেকে নেদারল্যান্ডে এ Euthanasia আইনের অনুমোদন লাভ করেছে এবং সেখানকার চিকিৎসকগণ করুণা - হত্যা বা Euthanasia ঘটিয়ে “ডেথ – সার্টিফিকেট” দিলেও তা আইনসম্মতরূপে গ্রহণ করা হয় । নেদারল্যান্ডসে প্রতিবছর প্রায় ২৩০০ শত মানুষ এইভাবে মৃত্যুবরণ করেন।

<u>খ) অনৈচ্ছিক করুণা হত্যা (Non- Voluntary Euthanasia)</u>

জীবন এবং মৃত্যুর মধ্যে প্রভেদ উপলব্ধির মত যদি পাত্রের (Subject) বোধশক্তি না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে Euthanasia “ঐচ্ছিক”(Voluntary) বলা যাবে না, আবার “ইচ্ছাবিরোধী” ও (Involuntary) বলা যাবে না । এমনক্ষেত্রে পাত্রের (Subject) ইচ্ছার কোন কার্যকারিতা না থাকার জন্য ঐ Euthanasia কে “না – ঐচ্ছিক” বা “অনৈচ্ছিক” (Non-Voluntary) বলা হবে। অক্ষম, বিকলাঙ্গ, বিকৃত মস্তিষ্ক শিশু নিজ মৃত্যু সম্পর্কে সম্মতি জানাতে পারে না; দুর্ঘটনায় নিদারুণ ভাবে আহত যন্ত্রণাক্লিষ্ট ব্যক্তি, দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত, মরণাপন্ন যন্ত্রণা কাতর ব্যক্তি, অতি- বার্ধক্যজনিত বোধশক্তি লুপ্ত ব্যক্তি তাদের ইচ্ছা অথবা অনিচ্ছা সম্পর্কে কিছুই জানাতে পারে না । এইসব ক্ষেত্রে “করুণা হত্যা” (Euthanasia)হল “অনৈচ্ছিক করুণা হত্যা”।

আদালতে নথিভুক্ত এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি অনৈচ্ছিক করুণা হত্যার (Non-Voluntary Euthanasia)এর দৃষ্টান্ত দেওয়া হল।

১) মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের দৌর্বল্যের জন্য Louis Repouille এর পুত্র সন্তান জীবন্মৃত; মৃতের মতো তার অবস্থান—চলা বলার সামর্থ্য নেই ।কোন কিছু করার সামর্থ্য নেই। দীর্ঘ পাঁচ বছর এইভাবে অতিবাহিত হবার পর একদিন Louis তাঁর মৃতবৎ পুত্রকে ক্লোরোফর্ম (Chloroform) দ্বারা হত্যা করেন।

২) ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে Sammual Linares নামে এক শিশু একটি ক্ষুদ্র বস্তু গলাধঃকরণ করে এবং সেটি শ্বাসনালীতে আটকে যায়, শিশুটির শ্বাসক্রিয়া ব্যাহত হয় ।অচেতন অবস্থায় তাকে শিকাগো হাসপাতালে Respirator এর মধ্যে রাখা হয় ।আট মাস পরেও শিশুটির অচেতন ভাব অব্যাহত থাকে এবং সে Respirator বা শ্বাসজালির মধ্যেই অবস্থান করে ।এমন অবস্থায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ শিশুটিকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করার কিছু পূর্বে স্যামুয়েল এর পিতা - মাতা তাকে দেখাবার জন্য হাসপাতালে উপস্থিত হন। শিশুটির মা কিছু পরে ঘর ছেড়ে চলে যান। স্যামুয়েলের বাবা তার পকেট থেকে পিস্তল বের করে সেই ঘরের Nurse দের ঘর ত্যাগ করতে বলেন। সকলে ঘরের বাইরে গেলে স্যামুয়েলের পিতা শ্বাসজালিকা ছিন্ন করে স্যামুয়েলকে তার দুই হাতের মধ্যে তুলে দোলাতে থাকেন যতক্ষণ না শিশুটি শ্বাসকষ্টে মারা যায়। স্যামুয়েলের পিতা তখন তার পিস্তলটি হাসপাতালে জমা দিয়ে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। শিকাগোতে "করুণা – হত্যা" নিষিদ্ধ হওয়ায় স্যামুয়েলের পিতাকে হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়, যদিও জুরিদের রায় অনুসারে তিনি ঐ অভিযোগ থেকে মুক্ত হন, অবশ্য পিস্তল নিয়ে হাসপাতালের প্রবেশের জন্য শাস্তিরূপে তাঁকে কিছু ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। এপ্রসঙ্গে P. Singer তার Practical Ethics(Page 191) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন-----

"Killing a disabled infant is not morally equivalent to killing a person.
Very often it is not wrong at all."
P. Singer

উপরিক্ত দুটি উদাহরণ এর ক্ষেত্রে কোনটিকেও সুস্পষ্টভাবে Euthanasia (করুণা- হত্যা)গণ্য করা যাবে না। কেননা কোনো, ক্ষেত্রেই নিহতের বেদনাবোধ ছিল না ।কোনো ক্ষেত্রেই পাত্রের (Subject) ব্যথা-বেদনার অবসান ঘটনোর জন্য তাকে হত্যা করা হয়নি; হত্যার মূলে হল ,প্রথম ক্ষেত্রে পিতা-মাতার মানসিক যন্ত্রণা আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পিতা-মাতার মানসিক কষ্ট ও চিকিৎসা খাতে রাষ্ট্রের অযথা অর্থব্যয়। প্রশ্ন হল, এ প্রকার মৃতপ্রায় শিশুদের হত্যা করার আইন সম্মত রূপে গ্রাহ্য না হলেও তাকে কি ব্যবহারিক নীতিজ্ঞান অনুসারে অন্যায় বলতে হবে ? দুটি ভিন্ন ধারণার জন্য আমাদের কাছে কখনো এজাতীয় হত্যা অন্যায়রূপেআবার কখনো ন্যায়সম্মতরূপে মনে হয়। একটি ধারনা হলো।

১) মানুষের জীবন মহান ও পবিত্র এবং সেজন্য তাকে হত্যা করা অনুচিত। অপর ধারণাটি হলো,

২) অপ্রতিরোধ্য দুর্বিষহ জ্বালাযন্ত্রণা থেকে মানুষকে মুক্ত করার জন্য তাকে হত্যা করা উচিতকর্ম।

এই দুটি বিরুদ্ধ ধারণার জন্য জীবন্মৃত শিশুর হত্যা উচিত অথবা অনুচিত নির্ধারণ করা সহজসাধ্য হয় না। তবে এখানে সমস্যাটির মূলে হল প্রথম ধারণাটির অপপ্রয়োগ ।' মানুষের জীবন মহান ও পবিত্র' কথাটির মানে হল ব্যাক্তিরূপে মানুষের জীবন মহান ও পবিত্র এবং ব্যক্তির লক্ষণ হলো---- বিচারশীলতা আত্মসচেতনতা, ভবিষ্যৎ চিন্তা ও পরিকল্পনা, আত্ম-নির্ভরতা এবং স্বাতন্ত্র্যবোধ ।শিশুর জীবনে এইসব বৈশিষ্ট্য না থাকায় তাকে ব্যক্তিরূপে গন্য করা চলে না। পশুদের মতো শিশু কেবল সংবেদনশীল। কাজেই ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে পশুহত্যা কে যদি অন্যায়রূপে গণ্য করা না হয় তাহলে ক্ষেত্র বিশেষে শিশুহত্যাও অন্যায়রূপে বিবেচিত হবে না। কিন্তু 'নরহত্যা' (ব্যক্তি রূপে নর) নৈতিক দিক থেকে অন্যায়, এবং পঙ্গু ও অক্ষম শিশুহত্যাকে তেমন অন্যায় বলা যাবে না।

অনৈচ্ছিক করুণা - হত্যা কেবল বিচারক্ষম নয় এবং এমন শিশুদের ক্ষেত্রেই (শিশুযেখানে বিকলাঙ্গ এবং পঙ্গু) প্রয়োজনীয় হয় না, একদা বিচারক্ষম ছিল কিন্তু মারাত্মক ব্যাধির জন্য অথবা কোন দুর্ঘটনার জন্য বর্তমানে বিচার সামর্থ্যহীন (জীবিত থাকবে অথবা মৃত্যুবরণ করবে-- এমন বিচার) এমন ব্যক্তির জীবনও প্রয়োজনীয়রূপে দেখা দেয়।

বিভিন্ন হাসপাতালের নথি থেকে জানা যায় যে মোটর দুর্ঘটনায় মস্তিষ্কে গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি দীর্ঘকাল ধরে কখনো তন্দ্রালু অবস্থায়, কখনো সংজ্ঞাহীন অবস্থায় জীবিত থাকে । একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হল:---
ওয়াশিংটনের ডি.সি জেনারেল হসপিটাল এর নথি থেকে জানা যায় যে, মস্তিষ্কে গুরুতর আঘাতের জন্য রিতা গ্রীন (Rita Greene) নামে এক পরিচারিকা ৩৯ বৎসর যাবৎ উদ্ভিদসম সংজ্ঞাহীন অবস্থায় জীবিত ছিলেন। হাসপাতালের নথি থেকে এটাও জানা যায় যে, আমেরিকার বিভিন্ন হাসপাতালে বৎসরব্যাপী ৫000 হাজার জন থেকে ১০,০০০ হাজার জন মানুষ এপ্রকারে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় দীর্ঘকাল ধরে উদ্ভিদের ন্যায় জীবন - যাপন করে। এইসব জীবন্মৃত মানুষ বিচারশিল্ নয়, আত্মসচেতন নয়, স্বয়ম্ভর নয় এবং সেইজন্য তাদের জীবনকে কোন অর্থেই মূল্যবান বলা যাবে না "এদের জৈবিকজীবন অক্ষুন্ন থাকলেও সেই জীবনের কোনো ইতিহাস নেই। সংবেদনশীল পশুর জীবনও এইসব সংজ্ঞাহীন মানুষের জীবন থেকে বেশি মূল্যবান, কেননা জীবিত থেকে তারা (পশুরা) দুঃখ অপেক্ষা বেশি সুখ উপভোগ করতে পারে; কিন্তু যাদের সুখ সঞ্চয়ের, আনন্দ উপলব্ধির কোন সম্ভাবনাই থাকেনা, জীবিত থাকা যেখানে শুধুই বিড়ম্বনামাত্র, সেখানে প্রাণনাশকে ব্যবহারিক নৈতিকতার দিক থেকে অন্যায় বা অনুচিত বলা সংগত হবে না। **(৭)**

School of Medicine এর মতে Euthanasia এর শ্রেণীবিভাগ:-

সক্রিয় ইউথেনেসিয়া (Active Euthanasia):-

এক্ষেত্রে সক্রিয় উপায়ে একজন রোগীকে হত্যা করা, উদাহরণস্বরূপ একটি ঔষধের প্রাণঘাতী ডোজ দিয়ে রোগীকে ইনজেকশন দেওয়া। কখন কখনও একে (Aggressive) আক্রমণাত্মক Euthanasia বলা হয়।

প্যাসিভ ইউথেনেসিয়া (Passive Euthanasia):-

ইচ্ছাকৃতভাবে একজন রোগীকে কৃত্রিম জীবন সমর্থন যেমন ভেন্টিলেটর বা ফিডিং টিউব আটকে রেখে মারা যেতে দেওয়া। কিছু নীতিবিদ লাইভ সাপোর্ট বন্ধ রাখা এবং লাইফ সাপোর্ট প্রত্যাহার করার মধ্যে পার্থক্য করেন (রোগী লাইফ সাপোর্টে থাকেন কিন্তু তারপর এটি থেকে তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

স্বেচ্ছায় ইউথেনেসিয়া (Voluntary Euthanasia):-

এক্ষেত্রে রোগীর সম্মতিতে Euthanasia ঘটানো হয়ে থাকে।

অনিচ্ছাকৃত ইউথেনেসিয়া (Involuntary Euthanasia):-

এক্ষেত্রে রোগীর সম্মতি ব্যতীত, উদাহরণস্বরূপ ,যদি রোগী অজ্ঞান থাকে এবং তার ইচ্ছাগুলি অজানা থাকে । এখানে নীতিবিদরা "অনৈচ্ছিক" (Involuntary)---- রোগীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে (against the patient's wishes) এবং "অস্বেচ্ছা মূলক" (Non-Voluntary) রোগীর সম্মতি ব্যতীত কিন্তু ইচ্ছার মধ্যে (without the patient's consent but wishes are unknown) পার্থক্য করে থাকেন।

স্ব-শাসিত ইউথেনেসিয়া (Self-administered Euthanasia):-

এক্ষেত্রে রোগী নিজে তার মৃত্যুর উপায় পরিচালনা করে (the patient administers the means of death)

অন্য - শাসিত ইউথেনেসিয়া (Other- administered Euthanasia):-

এক্ষেত্রে রোগী ছাড়া অন্য একজন ব্যক্তি রোগীর মৃত্যুর উপায় পরিচালনা করেন।

সাহায্যপ্রাপ্ত ইউথেনেসিয়া (Assisted Euthanasia):-

এক্ষেত্রে রোগী মৃত্যুর উপায় পরিচালনা করেন তবে অন্য একজনের সহায়তায়, যেমন একজন চিকিৎসক। এক্ষেত্রে বলা হয়ে থাকে----

"There are many possible combinations of the above types and many types of Euthanasia are morally controversial. Some types of Euthanasia, such as assisted voluntary forms are legal in some countries."

করুণা – হত্যা (Mercy killing):-

করুণা হত্যা শব্দটি সাধারণত সক্রিয় (Active), অনৈচ্ছিক (Involuntary), অ - স্বেচ্ছাসেবী (Non-Voluntary) এবং অন্য শাসিত (Other - Administered) ইউথেনেসিয়াকে বোঝায়। অন্য কথায় কেউ রোগীর দুর্ভোগ শেষ করার জন্য তাদের স্পষ্ট সম্মতি ছাড়াই একজন রোগীকে হত্যা করে।

চিকিৎসক - সহায়তা আত্মহত্যা (Physician assisted Suicide):-

"চিকিৎসক - সহায়তায় আত্মহত্যা" শব্দগুচ্ছগুলি সক্রিয়, স্বেচ্ছাসেবী ও সাহায্যপ্রাপ্ত Euthunasia কে বোঝায় যেখানে একজন চিকিৎসক রোগীকে সহায়তা করেন মৃত্যুবরণ করতে যেমন--- চিকিৎসক রোগীকে একটি উপায় প্রদান করেন (পর্যাপ্ত ঔষুধ) রোগীর জন্য যাতে তার মৃত্যু শান্তিতে হয়। Euthanasia এর কিছু দৃষ্টান্ত তুলনামূলকভাবে বিতর্কিত। একজন রোগীকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হত্যা করা (অনিচ্ছাকৃত / আক্রমণাত্মক / সক্রিয় / অন্য - প্রশাসন প্রায় সর্বজনীনভাবে নিন্দা করা হয়।১৯৩০ এর দশকের শেষের দিকে এবং ১৯৪০ এর দশকের গোড়ার দিকে জার্মানিতে অ্যাডলফ হিটলার "আর্য জাতিকে" উন্নত করার জন্য এবং সমাজে বাজে খরচ কমানোর আড়ালে প্রতিবন্ধী শিশুদের (তাদের পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়া) তাদের নির্মূল করার জন্য একটি ক্যাম্প বা প্রোগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন।"Everyone now thinks this kind of Euthanasia in the service of a Eugenics Program was clearly morally wrong ." **(৮)**

করুণা হত্যার বিপক্ষে ও স্বপক্ষে যুক্তি:- (Arguments against and in favour of Euthanasia)

বিপক্ষে যুক্তি:-

১)জীবের ধর্মই হলো জীবনকে দীর্ঘায়িত করা। জীবরূপে মানুষও তার স্বভাবধর্মে দীর্ঘায়ু কামনা করে। মানুষ কেবল তার অন্ধ প্রবৃত্তির তাড়নায় দীর্ঘায়ু কামনা করে না, সে সচেতনভাবে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে চায়। প্রত্যেকটি মানুষের জীবনে থাকে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং ঐ পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য, সার্থক করার জন্য মানুষ বেঁচে থাকতে চায়। এখন Euthanasia কে যদি সমর্থন করা হয়, তাহলে কিছু মানুষের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সার্থক হতে পারবে না। এমন সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা যায় না যে, মৃত্যুকামী ব্যক্তিটি আরও কিছুদিন জীবিত থাকলে সে তার পরিকল্পনা মতো একটি উন্নতমানের গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশ করে আমাদের সমাজকে অনেক উন্নত ও ঐশ্বর্যমন্ডিত করতে পারে।

Euthanasia ঘটিয়ে ব্যক্তির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাকে ব্যর্থ হতে দেওয়া সমাজের পক্ষে হিতকর নাও হতে পারে। সৌজন্য - হত্যা বা করুনা - হত্যা বা Euthanasia তাই অন্যায়, অনুচিত।

২)ঐচ্ছিক করুণা - হত্যার ক্ষেত্রে মৃত্যুকামীর ইচ্ছাটি স্বাভাবিক অথবা রোগ যন্ত্রণা জনিত তা নির্ণয় করা সহজ নয়। এমন হতে পারে যে রোগী আসলে মৃত্যু কামনা করেনা , বেঁচে থাকতে চায়, কিন্তু রোগ-যন্ত্রণা দুর্বিষহ হওয়ায় সে ঐ যন্ত্রণামুক্তির জন্যই মৃত্যু কামনা করছে। কাজেই এখানে যা প্রয়োজনীয় তা হল--- রোগীর যন্ত্রণার উপশম ঘটানো , মৃত্যু ঘটানো নয়, কেননা এখানে তার কামনার বিষয় মৃত্যু নয়, কামনার বিষয় রোগ – যন্ত্রণা থেকে মুক্তি। মৃত্যু কামনাটি যদি লক্ষ্য না হয় তাহলে সেক্ষেত্রে সেই হত্যাকে ব্যক্তির কাঙ্খিত বলা যাবে না এবং কার্যত তাকে হত্যা রূপেই গণ্য করতে হবে । আবার মৃত্যুকামী ব্যক্তি যখন তার মরণের ইচ্ছা জ্ঞাপন করে তখন সেই ইচ্ছা তার স্বকীয় ইচ্ছা নাও হতে পারে--- এমন হতে পারে যে, চিকিৎসার ব্যয়ভার বহনে অনিচ্ছুক আত্মীয়--- পরিজনের পীড়াপীড়ির জন্য রোগজীর্ণ ব্যক্তিটি তার মৃত্যু ঘটাতে সম্মতি দিয়েছে । এমন ক্ষেত্রে সেই হত্যাকে "করুণা হত্যা" বলা সংগত হবে না । এপ্রকার হত্যা আসলে "সরাসরি হত্যা" অর্থাৎ "করুণা হত্যার" ছদ্মনামে "বিশুদ্ধ হত্যা" । করুণা – হত্যার গড়ানে পথে যেহেতু অনেক হত্যাও সমর্থিত হবার আশঙ্কা থাকে, সেইজন্য করুণা - হত্যা আইনসম্মত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

৩) রোগ যেখানে অনারোগ্য এবং দুর্বিষহ, রোগ - যন্ত্রণাযর উপশম সেখানে সম্ভব নয় কেবল সেখানেই করুণা - হত্যার আবেদন করা হয়। কিন্তু রোগটি যে অনারোগ্য এবং যন্ত্রণার উপশম যে সম্ভব নয় তার নিশ্চয়তা কোথায় ? এমন হতে পারে যে, চিকিৎসকের রোগ - নির্ণয়টি ভ্রান্ত - রোগটি আসলে অনারোগ্য নয় । এমনও হতে পারে যে ভ্রান্ত চিকিৎসার জন্যই যন্ত্রণার উপশম হয়নি---- সঠিক ঔষুধ প্রয়োগ করা গেলে যন্ত্রনা প্রশমিত হবে । চিকিৎসা বিজ্ঞানের অভাবনীয় আবিষ্কার ও অগ্রগতির ফলে অনেক রোগ - নিরাময় আজ সম্ভব হয়েছে একদিন যা দুরারোগ্য ছিল । উন্নত চিকিৎসা পদ্ধতির দ্বারা অনেক রোগের দুর্বিষহ যন্ত্রণাকে আজ প্রশমিত করা সম্ভব হয়েছে। আজ যে রোগ আমাদের কাছে অনারোগ্য আগামীকালেই হয়তো তার নিরাময় নির্দেশিকা পাওয়া সম্ভব হবে । প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, আজকের দুরারোগ্য এবং অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত রোগীকে চিকিৎসক বাঁচিয়ে রাখেন এই আশায় যে আগামীকালই হয়তোবা ক্যান্সার রোগের সঠিক কারণ জানা যাবে এবং রোগ – নিরাময়ও, সম্ভব হবে। কাজেই রোগ - নিরাময়ের এবং যন্ত্রণা - উপশমের সম্ভাবনাকে স্বীকার করলে করুণা –হত্যাকে কখনোই সমর্থন করা যায় না।

8) আদালতের ন্যায় - বিচারের ক্ষেত্রে একটি নিয়ম আছে--- "অপরাধীকে এমন শাস্তি দাও যাতে অপরাধী নির্দোষ প্রমাণিত হলে তোমার ভ্রম - সংশোধনের অবকাশ থাকে"। শাস্তির এই নিয়মটি মৃত্যুদণ্ডকে সমর্থন করে না। নিয়মটিকে চিকিৎসার ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা চলে, "রোগীকে এমনভাবে চিকিৎসা কর যাতে তোমার রোগ – নির্ণয় ভ্রান্ত প্রমাণিত হলে ভ্রম - সংশোধনের অবকাশ থাকে। এই নিয়ম অনুসরণ করলে করুণা - হত্যাকে সমর্থন করা যায় না। নিরাময়যোগ্য রোগকে অনারোগ্য মনে করে কোন রোগীর 'করুনা – হত্যার' ব্যবস্থা করলে ঐ ভ্রম - সংশোধন সম্ভব হতে পারে না, কেননা নিহত ব্যক্তি আর ফিরে আসে না। করুণা - হত্যা তাই অন্যায়, অপরাধ।

৫) করুণা - হত্যা আইন - সম্মত হলে অনেক জালিয়াতি ও প্রবঞ্চনা ন্যায়সম্মতরূপে গ্রাহ্য হবার আশংকা থাকে, ব্যবহারিক নীতিজ্ঞানে যা কখনোই সমর্থিত হতে পারে না। এমন আশঙ্কা অমূলক নয় যে সম্পত্তির, কখনো বিপুল সম্পত্তির মালিকানা লাভের জন্য পুত্র-কণ্যাদি তাদের উপার্জন - অক্ষম রোগজীর্ণ অসহায় বৃদ্ধ পিতা অথবা প্রপিতার মরণেচ্ছা আদায় করে

এবং সেইভাবে বিশুদ্ধ হত্যাটিকে 'ঐচ্ছিক করুণা – হত্যা' নামে প্রতিষ্ঠা করে। সাধারণভাবে এমন ঘটনা না ঘটালেও তার সম্ভাবনাকে বাতিল করা যায় না। 'করুণা - হত্যার অপপ্রয়োগ হতে পারে'---- এমন আশঙ্কার অবকাশ থাকার জন্যেই এপ্রকারে হত্যাকে আইন - সম্মত করা সমীচীন নয়। উল্লেখযোগ্য যে মূলত এই আশঙ্কার জন্যেই অর্থাৎ 'করুণা – হত্যার অপপ্রয়োগ হতে পারে',---- এমন সম্ভাবনার জন্যেই বিভিন্ন দেশে (নেদারল্যান্ডসে ব্যতীত) করুণা - হত্যা আজও আইন - সম্মতরূপে গ্রাহ্য হতে পারেনি।

৬) করুণা - হত্যা রোগীর মনোবল, রোগমুক্ত হয়ে সুস্থ জীবন - যাপনের মনোবল বিনষ্ট করে, কখনো বা তাদের মনে নিদারুণ মৃত্যুভীতি সঞ্চার করে। বেঁচে থাকার মূলে হল " বেঁচে থাকার প্রবল বাসনা বা ইচ্ছা" (Will to Live)। এই ইচ্ছার অভাব ঘটলে কেবল ঔষুধ - পথ্যের ওপর নির্ভর করে রোগের উপশম হতে পারে না এবং রোগী কখনো বা নিদারুণ অবসাদে আত্মহত্যা করে। করুণা - হত্যা আইন সম্মত হলো অসহ্য রোগ - যন্ত্রণা থেকে মুক্তিলাভটাই রোগীর কাছে লক্ষ্য বস্তু হয় এবং বেঁচে থাকার ইচ্ছাটা নেহাৎই এক গৌন বিষয়ে পরিণত হয়। করুণা - হত্যা সমর্থিত হলে এজন্য, অনেক নিরাময়যোগ্য রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিও বেঁচে থাকার পরিবর্তে (যন্ত্রণা - মুক্তির জন্য)মৃত্যুকেই কামনা করবে।

৭) কখনো আবার করুণা - হত্যা ব্যবস্থাটি রোগীর মনে হতাশা ও মৃত্যু ভয় সঞ্চারিত করে, ব্যবহারিক নীতিজ্ঞানে যা কখনোই কাঙ্খিত হতে পারে না। ধরা যাক ক-খ-গ এবং ঘ ব্যক্তিরা কন্ঠনালীত দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে অশেষ কষ্ট ভোগ করছে। আরো ধরা যাক "ক" ব্যক্তি ওই দুরারোগ্য রোগের জ্বালা - যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য তার আত্মীয় পরিজন ও চিকিৎসকের কাছে তার "মরণের ইচ্ছা" জ্ঞাপন করে, কিন্তু "খ", "গ" ও "ঘ" ব্যক্তিরা এই ইচ্ছা জ্ঞাপন করে না, তারা রোগ - যন্ত্রণা সহ্য করেও বাঁচতে চায়। এমন অবস্থায় "ক" ব্যক্তির ক্ষেত্রে Euthanasia সংঘটিত হলেও, "খ", "গ" ও "ঘ" ব্যক্তিরা Euthanasia কে ভয় পায়, কেননা তাঁরা প্রতিনিয়ত এই আশঙ্কায় কালযাপন করে যে তাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে Euthanasia যে কোনো সময় সংঘটিত হতে পারে। মানুষের জীবনকে, তা স্বল্পকালীন হলেও, এভাবে ভীত সন্ত্রস্ত করা নৈতিক দিক থেকে অন্যায় - অপরাধ। তাছাড়া এমন হতে পারে যে "ক" "খ" এবং "গ" এর রোগটি অনারোগ্য ক্যান্সার হলেও "ঘ" এর রোগটি ক্যান্সার নয়--- চিকিৎসকের রোগ নির্ণয় এক্ষেত্রে ভ্রান্ত হয়েছে, রোগটির আরোগ্য সম্ভব। এমন অবস্থায় "ক", "খ" এবং "গ" এর ক্ষেত্রে Euthanasia কে "সদয় হত্যা" বা "সৌজন্য – হত্যা" ইত্যাদি নামে চিহ্নিত করা গেলেও "ঘ" ব্যক্তির হত্যাটিকে. "বিশুদ্ধ – হত্যা" বলতে হবে।রোগ যেখানে অনারোগ্য নয়, সেখানে বিষ - প্রয়োগে রোগীকে হত্যা করলে তাকে "বিশুদ্ধ – হত্যা" ছাড়া আর কিছুই বলা যাবে না। এক্ষেত্রে এই হত্যা "হত্যা" ও "আইনের" আওতায় পড়বে যা দণ্ডনীয় অপরাধ । কাজেই "করুণা – হত্যা" বা Euthanasia আইনসম্মত করা অনুচিত।

খ) <u>করুণা হত্যার স্বপক্ষে যুক্তি ;--- (Arguments in favour of Euthanasia)</u>

১) Euthanasia এর সমর্থকরা Old Testament এর নৈতিক বিধির যা Golden Rule বা "সূবর্ণসূত্র" নামে খ্যাত, উল্লেখ করে ক্ষেত্র বিশেষে Euthanasia কে উচিতকর্ম বলে থাকেন। নৈতিক বিধিটি হলো--- "অপরের প্রতি তুমি তেমন আচরণ করো, যেমনটা তুমি তার কাছে থেকে প্রত্যাশা করো"। অপরকে দুঃখ-কষ্ট জর্জরিত দেখলে আমাদের উচিত তাদের সাহায্য করা, কেননা এই একই অবস্থায় আমরা প্রত্যেকে অপরের সাহায্য প্রত্যাশা করি। করুণা - হত্যা বা Euthanasia এর ক্ষেত্রে

Golden Rule of Old Testament উল্লেখ করে তাকে সমর্থন করা যায় । Spine Bifida অথবা Down's Syndrome নিয়ে যেসব শিশু জন্মায় তারা বেশিদিন বাঁচে না, বেঁচে থাকলেও তাদের জীবন হয় সহ্যাতীত যন্ত্রণাবিদ্ধ । তাদের পরিষেবিকা ও চিকিৎসক তাদের রোগ - যন্ত্রণার যে বিবরণ দেন তা আমাদেরও নিদারুণ মর্মপীড়ার কারণ হয় । দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত রোগীর দুঃসহ যন্ত্রণাকাতর মৃত্যুর - দৃশ্য আমাদের সবার কাছেই এক মর্মান্তিক হৃদয় - বিদারক দৃশ্য । দুঃখ - কাতর জীবনে আমরা সকলেই যেমন দুঃখমুক্তির জন্য অপরের সাহায্য প্রত্যাশা করি, তেমনি প্রাচীন Golden Rule অনুসরণ করে আমাদেরও উচিত হবে ঐ এব অশেষ যন্ত্রণাবদ্ধি রোগীদের ক্ষেত্রে Euthanasia কে সমর্থন করে তাদের যন্ত্রণামুক্ত করা ।

২) উপযোগবাদের (Utilitarianism) এর দৃষ্টিকোন থেকেও Euthanasia কে সমর্থন করা হয় । এনাদের মতে--- মানুষের সুখের তুলনায় বেশী পরিমাণ দুঃখ দেয় যেসব কর্ম তা হল– অনুচিত কর্ম, আর যেসব কর্ম দুঃখের তুলনায় বেশি পরিমাণ সুখ - দেয় সেসব হল ভাল কর্ম বা উচিতকর্ম । দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত এবং অপরিসীম যন্ত্রণাক্লিষ্ট মানুষকে বাঁচিয়ে রাখা অপেক্ষা শান্তিপূর্ণভাবে এবং কষ্ট না দিয়ে তাকে হত্যা করা ভাল কর্ম বা উচিতকর্ম । এখানে রোগীটি জীবিত থাকলে সকলেই সুখ থেকে বঞ্চিত হয়, কেবল দুঃখের পরিমাণই বৃদ্ধি পায়--- যেমন রোগীর রোগ - যন্ত্রণা জনিত দুঃখ, নিকট আত্মীয়ের সামর্থ্য - অতিরিক্ত চিকিৎসার ব্যয়ভারের দুঃখ, পরিষেবিকার ব্যর্থ সেবা - শুশ্রূষার দুঃখ, চিকিৎসকের নিষ্ফল চিকিৎসার দুঃখ ইত্যাদি ইত্যাদি । পক্ষান্তরে প্রাণঘাতী ঔষুধ প্রয়োগে রোগীটির মৃত্যু ঘটালে অর্থাৎ রোগীর প্রতি দয়া প্রদর্শন করে তাকে হত্যা করলে সকলেরই সুখের পরিমান বৃদ্ধি পায়--- যেমন রোগীটি যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পায়, নিকট আত্মীয়ের মর্মান্তিক দৃশ্য দেখা থেকে এবং অপর্যাপ্ত ব্যয়ভার থেকে মুক্তি পায়, পরিসেবিকার নিষ্ফল সেবা থেকে মুক্তি পায়, চিকিৎসকের ব্যর্থ - চিকিৎসা থেকে মুক্তি পায় । এভাবে করুণা - হত্যা বা Euthanasia জগতের মোট দুঃখের পরিমাণ হ্রাস করে সুখের পরিমান বৃদ্ধি করে । সেজন্য সৌজন্যে- হত্যা বা Euthanasia উচিতকর্ম ।

৩) নৈতিক দিক থেকেও Euthanasia সমর্থিত হয় । নিজের জীবনকে রক্ষা করা যদি প্রত্যেক মানুষের নৈতিক কর্তব্য হয় তাহলে ক্ষেত্র - বিশেষে জীবনের ছেদ ঘটানোকেও নৈতিক কর্তব্যরূপে গণ্য করতে হবে । জীবনের লক্ষ্য যদি সুখ – সঞ্চয় ও আত্মবিকাশ হয় তাহলে এটা মানতে হবে যে, যেখানে এইসবের কোনো আশাই থাকে না, সেখানে দুর্বিষহ জীবন - যন্ত্রণা থেকে, প্রাণ ধারণের যন্ত্রণা থেকে মুক্তিলাভের জন্য মৃত্যুকে কামনা করা এবং সেই কামনাকে পূরণ করার অধিকার প্রত্যেক মানুষের আছে । কোন বিচারশীল ও বিবেকবান মানুষ এপ্রকার বিশেষ ক্ষেত্রে করুণা - হত্যাকে বা Euthanasia কে গণ্য না করে পারেন না ।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, Euthanasia এর সমর্থকগণও এই Euthanasia কে সাধারণভাবে সমর্থন করেন না । বিরুদ্ধবাদীদের মত সমর্থকগণও বলেন, কোনো অতি বৃদ্ধ ও পঙ্গু অথবা রোগ -যন্ত্রণাকাতর ব্যক্তি তার মৃত্যু কামনা জ্ঞাপন করলেই করুণা - হত্যার বিধান দেওয়া এবং সেই বিধানকে কার্যকর করা উচিতকর্ম হবে না । Euthanasia বা করুণা - হত্যা "কাঙ্খিত মৃত্যু" থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র ।Euthanasia হল --- কোন ব্যক্তির জ্বালা - যন্ত্রণার কথা চিন্তা করে করুণার বশবর্তী হয়ে তাকে সহজ ও শান্ত ভাবে হত্যা করা । রোগ যেখানে অনারোগ্য, রোগ - যন্ত্রণা যেখানে বর্ণনাতীত এবং যন্ত্রনার উপশমের কোনো পথ আমাদের জানা নেই কেবল এমন ক্ষেত্রেই করুণা - হত্যা বা Euthanasia সমর্থিত হতে পারে ।

করুণা হত্যার সমর্থকরা বিরুদ্ধবাদীদের অভিমতকে যুক্তিহীন বলেন না। বিরুদ্ধবাদীরা Euthanasia এর বিপক্ষে যুক্তি দেন যে---

ক) তাঁরা এ কথা মানেন যে, মানুষ মাত্রই দীর্ঘায়ু কামনা করে।

খ) তাঁরা একথাও মানেন যে মৃত্যুকামীর মরণের ইচ্ছাটি স্বাভাবিক না হতেও পারে।

গ) রোগ নির্ণয় যে ভ্রান্ত হতে পারে এবং সঠিক চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ করলে যন্ত্রণারও উপশম হতে পারে--- একথাও Euthanasia এর সমর্থকরা স্বীকার করেন।

ঘ) করুণা হত্যার গড়ানে পথে অনেক বিশুদ্ধ হত্যাও যে সংঘটিত হতে পারে, এমন আশঙ্কাকেও Euthanasia এর সমর্থকরা অগ্রাহ্য করেন না। ইংরেজ চিকিৎসক John Lorber মূলতঃ এই কারণেই Active Euthanasia কে সমর্থন করেননি। এপ্রসঙ্গে তিনি বলেছেন----

"সচেষ্ট ইউথেনেসিয়াকে আমি কোনভাবেই সমর্থন করতে পারি না। যদিও জানি যে, এপ্রকার হত্যা পুরোপুরি যুক্তিসম্মত এবং দক্ষ ও বিবেকবান ব্যক্তির দ্বারা এটা ঘটলে তা হবে সেই পরিবেশের বিচারে সর্বাপেক্ষা মানবিক, তথাপি Euthanasia আইনসিদ্ধ হলে তা স্বেচ্ছাচারী রাষ্ট্রের অথবা অজ্ঞব্যক্তির অথবা বিবেকহীন ব্যক্তির হাতে মারাত্মক এক অস্ত্র হতে পারে।Active Euthanasia বা সচেষ্ট সৌজন্যে - হত্যা কত বড় অপরাধের কারণ হতে পারে তা জানার জন্য বেশি দূর অতীতে যাবার প্রয়োজন হয় না"।**(a)**

--- from Peter Singer's Practical Ethics Pg-213. **(a)**

শেষের কথাটিতে Lorber সম্ভবত জার্মানিতে নাৎসীদের অত্যাচারেরই ইঙ্গিত দিয়েছেন। নাৎসীদের অত্যাচারের বিবরণ আরো স্পষ্টভাবে Dr. Leo Alexander লিপিবদ্ধ করে বলেছেন কিভাবে জার্মানির নাৎসী শাসনকালে সচেষ্ট ইউথেনেশিয়া বা Active Euthanasia গোষ্ঠী হত্যা ও জাতি হত্যায় পরিণত হয়।Euthanasia এর মূল আদর্শ হলো--- "একদম বাঁচার আশা নেই এমন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তিদেরকেই ইউথেনেশিয়া করা যেতে পারে"। পরবর্তীকালে এই মনোভাবটিকে হিটলার সম্প্রসারিত করে বার্ধক্যজনিত কর্মশক্তিহীন ব্যক্তিদের, হিটলারের বিরুদ্ধ মতাদর্শের ব্যক্তিদের এবং সর্বশেষে অ- জার্মানিদের বিশেষত ইহুদিদের, সমাজে নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় রূপে গণ্য করে তাদের প্রতি এই Euthanasia কে Actively প্রয়োগ করা হয় এবং নির্বিচারে তাদের হত্যা করা হয়। (b) ---- from Peter Singer's Practical Ethics Pg-214. **(b)**

করুণা হত্যার সমর্থকবৃন্দ কেবল এটাই বলতে চান যে---- বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ কয়েকটি শর্ত পালন করা গেলে করুণা - হত্যাকে বা Euthanasia কে উচিতকর্ম বলা যেতে পারে। **"বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র" বলতে তারা এমন ক্ষেত্রেরই ইঙ্গিত করেন যেখানে**

১) রোগটি এযাবৎ অনারোগ্য

২) রোগ - যন্ত্রণা সহ্যাতীত এবং

৩) যন্ত্রণা উপশমের কোন উপায় এখানো জানা যায়নি।

আর **"বিশেষ বিশেষ শর্তপূরণ" বলতে সমর্থকরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলিকে ইঙ্গিত করেছেন।**

১) মৃত্যু কামনাটি যে রোগীর স্বাধীন ও স্থায়ী ইচ্ছা, সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে।

২)রোগটি যে অনারোগ্য এবং যন্ত্রণার উপশম যে সম্ভব নয় এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে।

৩) দ্বিতীয় শর্তটি (২ নং) ঘোষণা করার জন্য চিকিৎসকই কেবল যোগ্য ব্যক্তি এবং ঐ ব্যাপারে একাধিক বিশেষজ্ঞের অভিমত প্রয়োজনীয়।

করুণা হত্যার সমর্থকদের অভিমত হল, এমন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এবং এমন বিশেষ বিশেষ শর্ত পালিত হলে মানবতার খাতিরে এবং ব্যবহারিক নীতিজ্ঞান অনুসারে Euthanasia কে আইনসম্মত করাই বাঞ্ছনীয় হবে। এপ্রকার ক্ষেত্রে করুনা হত্যা আইন সম্মত হলে তবেই মানুষ আশঙ্কাশূণ্য হয়ে পরিপূর্ণ আনন্দের জীবন - যাপন করতে পারে।**(৯)**

<u>মন্তব্য</u>:- এপ্রসঙ্গে বলা দরকার উপরিক্ত বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ও শর্তের সাথে যে রোগীকে যেই সময়ে Euthanasia করা হবে ঠিক সেই সময় তার মানসিক অবস্থা নিশ্চয়ই একাধিক চিকিৎসক দ্বারা বা বিশেষ চিকিৎসকদের কমিটি দ্বারা পরীক্ষা করানো উচিত এবং দেখা উচিত রোগী যেন সম্পূর্ণ সজ্ঞানে সুস্থ মস্তিষ্কে Euthanasia এর পক্ষে মতামত দেন। কিন্তু কোনো রোগী যদি সেই অবস্থায় না থাকেন অর্থাৎ জড় পদার্থের ন্যায় তার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা থাকে সেক্ষেত্রে কোনোপ্রকার Euthanasia করা অনুচিত। কারণ অনেক সময় জড়পদার্থের ন্যায় রোগীর হয়তো মনে মনে আরও বাঁচার জন্য বাসনা থাকতে পারে, কিন্তু তার কাছের আত্মীয় পরিজনরা অর্থলাভ বা সম্পত্তিলাভ বা বাজে কোনো অভিসন্ধি নিয়ে বা হতাশাগ্রস্ত হয়ে তাকে এই পৃথিবী থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরাতে চায়। সুতরাং এক্ষেত্রে Euthanasia ভয়ঙ্কর হত্যার অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হতে পারে। জড় পদার্থের ন্যায় কোন ব্যক্তির Euthanasia করতে গেলে সবার প্রথমে তার আত্মীয় স্বজনদের ব্যক্তিটির Euthanasia এর পক্ষে প্রস্তাবসমূহ সবার প্রথমে একাধিক চিকিৎসকদের দ্বারা গঠিত কোনো "মেডিকেল কাউন্সিল দ্বারা" বিচার করা উচিৎ। কিন্তু এখানেই শেষ নয় কোন অর্থবান আত্মীয়স্জন এখানে একজন বা একাধিক চিকিৎসকদের দ্বারা গঠিত মেডিকেল কাউন্সিলকে অর্থ প্রদান দ্বারা প্রভাবিত করতে পারে। সেইজন্য "মেডিকেল কাউন্সিলের" সেই প্রস্তাব নিয়ে সেই দেশের সর্বোচ্চ আদালতের "Supreme Court of that Country" কাছে পেশ করা উচিত। দেশের সর্বোচ্চ আদালত তখন বিচারকদের একটি যৌথ কমিটি গঠন করে সেই রোগটির ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত Euthanasia এর স্বপক্ষে বা বিপক্ষে নেওয়া উচিত। তবেই সেই Euthanasia (Active or Passive) আইনত অপরাধযোগ্য হবেনা এবং জড় পদার্থের ন্যায় ব্যক্তিটি যেখানে তার মতামত জানানোর অবস্থায় নেই, সেক্ষেত্রে সেই সুযোগের কেউ অপব্যবহার করতে পারবে না। আর Euthanasia ঘটানোর ক্ষেত্রে সবসময় আমাদের দেখা উচিৎ যার Euthanasia ঘটানো হবে তার মতামত নেওয়া আমাদের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। আর সেই সময় যেন রোগীটি সজ্ঞানে, স্বেচ্ছায় এবং সম্পূর্ণ সুস্থ মস্তিষ্কে তার Euthanasia এর পক্ষে মতামত দেন। আর কোন ব্যক্তি যদি স্বজ্ঞান, স্বেচ্ছায় এবং সুস্থ মস্তিষ্কে না থাকেন Depressed হন বা মানসিক রোগগ্রস্ত হন তাহলে তাকে Euthanasia করা যাবে না।

<u>আত্মহত্যা ও ইউথেনেসিয়ার মধ্যে পার্থক্য</u>

<u>আত্মহত্যা বা আত্মহনন:-</u>

(ইংরেজি: Suicide) হচ্ছে কোন ব্যক্তি কর্তৃক ইচ্ছাকৃতভাবে নিজের জীবন বিসর্জন দেওয়া বা স্বেচ্ছায় নিজের প্রাণনাশের প্রক্রিয়াবিশেষ। ল্যাটিন ভাষায় "সুই সেইডেয়ার" থেকে 'আত্মহত্যা' শব্দটি এসেছে যার অর্থ হচ্ছে নিজেকে হত্যা করা। যখন কেউ আত্মহত্যা করেন, তখন জনগণ এই প্রক্রিয়াকে 'আত্মহত্যা' করেছে বলে প্রচার করে। ডাক্তার

বা চিকিৎসকগণ আত্মহত্যার চেষ্টা করা কে মানসিক অবসাদজনিত গুরুতর উপসর্গ হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন । ইতিমধ্যেই বিশ্বের অনেক দেশেই আত্মহত্যার প্রচেষ্টাকে এক ধরনের অপরাধরূপে ঘোষণা করা হয়েছে । অনেক ধর্মেই আত্মহত্যাকে পাপ হিসেবে বিবেচনা করা হয় । যিনি নিজেই নিজের জীবন প্রাণ বিনাশ করেন, তিনি আত্মঘাতক, আত্মঘাতী বা আত্মঘাতিকা ,আত্মঘাতিনীরূপে সমাজে পরিচিত হন । প্রতিবছর প্রায় দশলক্ষ মানুষ আত্মহত্যা করে থাকেন । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এর মতে প্রতি বছর সারা বিশ্বে যেসব কারণে মানুষের মৃত্যু ঘটে তার মধ্যে 'আত্মহত্যা' হল এয়োদশতম প্রধান কারণ । নারীদের তুলনায় পুরুষদের মধ্যে আত্মহত্যার হার অনেক বেশি । পুরুষদের আত্মহত্যা করার প্রবণতা নারীদের তুলনায় তিন থেকে চার গুণ বেশি । **(১০)** এককথায় আত্মহত্যা হলো ইচ্ছাকৃতভাবে নিজের মৃত্যু ঘটানো । মানসিক ব্যাধিগুলি (বিষন্নতা, বাইপোলার ডিসঅর্ডার, সিজোফ্রেনিয়া, ব্যক্তিত্বের ব্যাধি, উদ্বেগজনিত ব্যাধি সহ), শারীরিক ব্যাধি (যেমন দীর্ঘস্থায়ী ক্লান্তি সিনড্রোম) এবং পদার্থের অপব্যবহার (মদ্যপান এবং বেনজোডিয়াজেপাইন ব্যবহার) ঝুঁকির কারণ । কিছু আত্মহত্যা মানসিক চাপের কারণেও ঘটে থাকে । যেমন আর্থিক বা একাডেমিক অসুবিধা, সম্পর্কে সমস্যা (যেমন ব্রেকআপ বা ডিভোর্স বা হয়রানি এবং ধমক)। দেখা যায় যারা পূর্বে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে তাদের ভবিষ্যতে পুনরায় আত্মহত্যা করার ঝুঁকি থাকে, আত্মহত্যার সাধারণ পদ্ধতিগুলি মধ্যে রয়েছে ফাঁসি, কীটনাশক বিষ প্রয়োগ এবং আগ্নেয়াস্ত্র । এছাড়াও বেকারত্ব, দারিদ্র, গৃহহীনতা এবং বৈষম্যের মতো আর্থ-সামাজিক সমস্যাগুলি আত্মহত্যার চিন্তার উদ্রেক করতে পারে । **(১১)**

ইউথেনেসিয়া / করুণা হত্যা / কাঙ্খিত হত্যা / সৌজন্য - হত্যা

ইউথেনেসিয়ার আক্ষরিক অর্থ কি সেই সম্পর্কে আগেই আমরা বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করেছি । কোনো রোগীর ক্ষেত্রে Euthanasia কে কার্যকরী করতে গেলে কিছু বিশেষ বিশেষ শর্ত পালনের দিকে নজর দেওয়া হয়ে থাকে । এক্ষেত্রে কোনো রোগীর মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করা হয় যাতে তাকে আর কষ্টদায়ক রোগে ভুগতে না হয়, সহজ মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তার ভোগান্তি এড়ানো যায় । এখন প্রশ্ন উঠতেই পারে যে কাউকে হত্যা করা বা কারোর মৃত্যু কি কারোর কাছে মঙ্গল জনক বলে মনে হতে পারে ? এর উত্তরে বলা যায় যে, উপযোগবাদের দৃষ্টিকোণ (Utilitarianism) থেকে ইউথেনেসিয়াকে সমর্থন করা হয় । উপযোগবাদ অনুসারে, মানুষের যে সব কর্ম দুঃখের তুলনায় বেশি সুখ উৎপন্ন করে সেগুলি হল উচিতকর্ম, আর যেসব কর্ম সুখের তুলনায় বেশি দুঃখ উৎপন্ন করে তা অনুচিতকর্ম । অনারোগ্য রোগে আক্রান্ত এবং তীব্র যন্ত্রণাক্লিষ্ট মানুষকে করুণাবশত: Euthanasia ঘটালে দুঃখের তুলনায় সুখের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, রোগী অসহনীয় যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পায়, নিকট আত্মীয়ের মানসিক যন্ত্রণা কমে এবং আর্থিক কষ্ট থেকে মুক্তি লাভ করে । তাছাড়া চিকিৎসকের ব্যর্থ - চিকিৎসা থেকে রোগীর মুক্তি ঘটে এবং যারা রোগীকে দেখাশোনা করেন তারাও অক্লান্ত পরিশ্রম থেকে মুক্তি পান । এভাবে Euthanasia জগতের মোট দুঃখের পরিমাণ হ্রাসকরে সুখের পরিমাণ বৃদ্ধি করে । তাই Euthanasia দ্বারা মৃত্যুকে উচিত কর্ম বলা যায় ।

পারমিতা বসু ও কল্যাণ মুখার্জির মতে মানুষের যখন চেতনা লোপ পায়, মস্তিষ্ক অচল হয়ে পড়ে, তখন সেই জীবনের সাথে উদ্ভিদদের জীবনের (Vegetative Existence) কোন পার্থক্যই থাকে না । এই ক্ষেত্রে

মানুষের বেঁচে থাকার সামান্যতম ইচ্ছাই আর অবশিষ্ট থাকে না । তাই এইরূপ জীবন মৃত্যুরই নামান্তর মাত্র । এই প্রকার মানুষদের মৃত্যু বেছে নেওয়ার অধিকার অবশ্যই থাকা উচিত । যন্ত্রণাক্লিষ্ট রোগীকে নিষ্কৃতির অধিকার না দেওয়াটা তার প্রতি বৈষম্যের সামিল----- অসুস্থের প্রতি সুস্থের বৈষম্যে ।শুধু বাঁচার আকুতি নয়, প্রয়োজনে মৃত্যুর আকুতির প্রতিও সমান সহানুভূতিতে আমাদের সাড়া দেওয়া উচিত । একজন মানুষের জীবনের গুরুত্বপুর্ণ সিদ্ধান্তগুলি তার সম্পূর্ণ নিজস্ব হওয়া প্রয়োজন । একজন মানুষ যখন সুস্থ ও সবল থাকে তখন সে নানাভাবে তার জীবনের বিকাশ ও অগ্রগতি ঘটিয়ে সে জীবনে সুখী হতে চায়---- তার নিজের জীবনের আরও অগ্রগতি ঘটাতে চায় । কিন্তু সেই মানুষটির জীবন যখন নানা কারণে অসহনীয় ও অনতিক্রম্য দুর্বিষহ অবস্থায় উপনীত হয় তখনই একমাত্র সে মৃত্যুকে বরণ করতে চায় । সুতরাং একজন মানুষ একদিকে যেমন তার জীবন সংরক্ষণকারী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করে নিজের জীবনকে সুরক্ষিত করতে পারে, সেরুপ তার জীবন ধারণে সে অক্ষম হলে তার দুর্বিষহ অনতিক্রম্য ও অসহনীয় অবস্থায় সে তার জীবনের অবসান ঘটানোর সিদ্ধান্তও গ্রহণ করতে পারে । আমাদের ভারতবর্ষে ‘নিষ্ক্রিয় ইউথেনেসিয়া’ যেমন আইনসম্মত হয়েছে ঠিক তেমনি ভাবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ কারণে সক্রিয় ইউথেনেসিয়াকেও যেকোন রাষ্ট্রের তথা ভারতবর্ষের উচিত আইনত মান্যতা দেওয়া । তাই বলা যায় অন্যের ক্ষতি না করে, একজন মানুষ যদি নিজের অসহ্য যন্ত্রণা কমানোর জন্য জীবন শেষ করার সিদ্ধান্ত নেয়, সেটা কেন অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে ? তাছাড়া একটি ব্যক্তির উপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ কতটা থাকাবে সেটা নিয়েও আমাদের ভাববার সময় এসেছে । **(১২)** সত্যিই কি কোনো রাষ্ট্রের অধিকার আছে একজন ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত জীবনে কি সিদ্ধান্ত নেবে না নেবে সে নিয়ে রাষ্ট্রের বিচার করবার ?

Law Corner Journal (Nov17, 2021; ‘Euthanasia in India-- Meaning, Types and Legal Aspect’) প্রবন্ধ থেকে আমরা দেখতে পাই------

.

SUICIDE	**EUTHANASIA**
1. It is not punishable under the Indian Penal Code. 2. Attempt of Suicide is punishable under Section 309 of the Indian Penal Code. 3. Typically, the element of Mental Health is involved in the actus reas. 4. Mode- There can be a number of different modes of committing suicide. 5. It is inflicted upon oneself.	1. It is punishable under the Indian Penal Code. 2. Both attempt and commission of Euthanasia are punishable under Section 304 of the Indian penal code. 3. Typically the element of illness and chronic infirmity is involved. 4. Mode- There are two modes of Euthanasia. Firstly, administration of drugs or Secondly, withdrawal of life support/ life saving treatment. 5. It is administered by the doctor with the permission of the State; sometimes the relatives of the patient and patient itself. **(১৩)**

ভারতবর্ষের Euthanasia এর ধারণা:-

ভারতবর্ষে Euthanasia এর ধারণাটি একবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে অতটা চালু ছিল না সাধারন জনগনের মধ্যে । ভারতীয় আইন এর খাতায় কিছু Case হয়ত ইতিমধ্যেই লিখিত আকারে উঠেছিল, কিন্তু সাধারন জনগনের মধ্যে এই Euthanasia নিয়ে কোনো হেলদোল ছিলনা । 2010 সালে 19 শে নভেম্বর Sanjay Leela Bhansali যখন 'Guzaarish বলে একটি Hindi Movie ভারতে Release করলেন, তখন ভারতীয় জনগণের কাছে "Euthanasia" কথাটি বহুল আকারে প্রচারিত হল । এই Euthanasia এর উপরে আরো অনেক ভারতীয় ফিল্ম নির্মিত হয়েছে । যেমন 2018 সালে Dr. Kamaleshwar Mukherjee বাংলা ভাষাতে "পিউপা" (Pupa) বলে একটি Movie বানিয়েছেন Passive Euthanasia কে সমর্থন করে । 2020 সালে Yogesh Sharma "Euthanasia" বলে একটি হিন্দি শর্ট ফিল্ম বানিয়েছেন Mercy Killing কে কেন্দ্র করে । সম্প্রতি 2022 সালে 9th ডিসেম্বরে মুক্তি পেয়েছে Asha Kelunni Nair (Revathi) এর হিন্দি Movie "Salam Venky" যেখানে একজন মা তার পুত্রের ইচ্ছানুযায়ী পুত্রের Active Euthanasia এর জন্য Court এ Appeal করেন । এক্ষেত্রে সেই ছেলেটি জানতো তার দুরারোগ্য রোগ DMD(Duchenne Muscular Dystrophy) থাকার দরুন কয়েকদিন পরেই সে বিকলাঙ্গ হয়ে মারা যাবে । সুতরাং ছেলেটি তার স্বাভাবিক মৃত্যুর আগেই Court কে Appeal করেছিল যে; যেন তাকে আগে থেকেই অর্থাৎ তার অঙ্গ - প্রত্যঙ্গ ঠিক থাকতে থাকতেই তাকে যেন Court Active Euthanasia এর permission দেয় । এক্ষেত্রে ছেলেটির একটি মহৎ উদ্দেশ্য ছিল; ছেলেটি চাইত সুস্থ থাকা অবস্থায় তার Body Donate করতে যাতে তার ঐ অঙ্গ - প্রত্যঙ্গ অন্যের কাজে আসে । কিন্তু দুঃখের বিষয় Court তাকে Permission দেয় না । ---- তার Active Euthanasia এর Appeal কে সম্পূর্ণরূপে Judge খারিজ করে দেন ।এই সিনেমাটি 2005 সালে Shrikant Murthy এর লেখা পুস্তক "The Last Hurrah" এর উপর ভিত্তি করে নির্মিত হয়েছে । এই গ্রন্থে তথা সিনেমাটিতে যে গল্পটি দেখানো হয়েছে সেটি একটি সত্য ঘটনা, যা ভারতে ঘটেছিল 2004 সালে ।কোলাভেন্নু ভেঙ্কটেশের সত্যিকারের গল্প, একজন অল্পবয়সী ছেলে যে Duchenne Muscular Dystrophy তে ভুগছিল, একটি বিরল ধরনের রোগ (দিনে দিনে শরীরের হাড়গুলি ভঙ্গুর হয়ে পড়ে) যা তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয় । তিনি 2004 সালে মারা যান এবং তাঁর মৃত্যু ভারতে Euthanasia নিয়ে জাতীয় বিতর্কের জন্ম দিয়েছিল ।

এপ্রসঙ্গে বলা দরকার ভারতবর্ষে এর আগেও আইনের খাতায় Euthanasia এর দাবি নিয়ে প্রচুর Case উঠেছে, কিন্তু সেসব Case জনসমক্ষে বহুল আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায়নি । ভারতবর্ষে তথা সারা বিশ্বে Euthanasia এর ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে অনেক অনেক কথা লিখতে হবে----- যা আমাদের এই সীমিত পরিসরে (প্রবন্ধে) সম্ভব নয় । হয়তো Euthanasia এর ইতিহাস, Euthanasiaএর পক্ষে বিপক্ষে মতামত নিয়ে আমি ভবিষ্যতে আবার লিখব বিস্তৃতভাবে । কিন্তু এখানে এখন সংক্ষিপ্ত আকারে কিছু কথা বলে আমি আমার বক্তব্য / প্রবন্ধ শেষ করব ।

২০০২ সালের এপ্রিলে নেদারল্যান্ডস পৃথিবীর প্রথম দেশ হিসেবে Euthanasia কে বৈধ ঘোষণা করে । তবে এক্ষেত্রে কিছু শর্ত অবশ্যই পূরণ করতে হবে; যেমন: রোগী যদি অসহনীয় ব্যথায় ভুগতে থাকে, অসুখটির চিকিৎসা সম্ভবপর না হলে এবং রোগী যদি সজ্ঞান অবস্থায় এই Euthanasia দাবি করে, শুধুমাত্র তখনই একটিকে কার্যকর করা যাবে ।বেলজিয়ামেও ২০০২ সালে Euthanasia কে বৈধ করার জন্য একটি আইন পাশ করা হয় । নেদারল্যান্ডের পর বেলজিয়াম দ্বিতীয় দেশ হিসাবে এই Euthanasia কে আইনগত সম্মতি প্রদান করে । আমেরিকায় কলম্বিয়া প্রদেশে, ওয়াশিংটন, ভারমেন্ট ২০১৩ সালে Euthanasia কে বৈধ করা হয় । পরবর্তীতে মন্টানার কোর্ট Euthanasia কে বৈধতা প্রদান করে । এছাড়া ক্যালিফোর্নিয়া, কলোরাডো, হাওয়াইতেও এই Euthanasia স্বীকৃতি পায় ।কানাডায় ২০১৬ সালে "বিল সি-১৪" এর মাধ্যমে Euthanasia কে অনুমোদন দেওয়া হয় । Euthanasia সংক্রান্ত সুইজারল্যান্ডে আইন বিশ্বের সবচেয়ে নমনীয় ।এখানে অনেক ক্ষেত্রে প্রাণঘাতী ঔষধ প্রদানের জন্য চিকিৎসকেরও প্রয়োজন হয় না এবং মৃত্যু প্রার্থীর বয়সেরও বয়সের কোনো সীমা নেই । সক্রিয় Euthanasia এখানে নিষিদ্ধ হলেও চিকিৎসকরা আইনত রোগীর স্ব - ইচ্ছায় মৃত্যুর জন্য প্রাণঘাতী ঔষুধ সরবরাহ করতে পারেন । এই অনুমতি আন্তর্জাতিক রোগীদের জন্যও প্রযোগ্য । যার ফলে সুইজারল্যান্ড "স্বেচ্ছামৃত্যুর পর্যটন" হিসাবে পরিচিতি পেয়েছে ।১৯৯৭ সালে কলম্বিয়া সরকার স্বেচ্ছামৃত্যুর অধিকারকে বাতিল করেছিল । যদিও পরবর্তীকালে ২০২১ সালে ওই দেশের উচ্চ আদালত "মর্যাদাপূর্ণ মৃত্যুর অধিকারে" অনুমোদন দেয় ।**(১৪)**

সম্প্রতি Jean-Luc-Godard বিখ্যাত চিত্রপরিচালক সুইজারল্যান্ডে Rolle নামক একটি স্থান নিজের গৃহে Assisted Euthanasia এর মাধ্যমে তিনি দেহত্যাগ করেন 13th Sept 2022 । **(১৪)(i)**

ভারতবর্ষে Euthanasia এর ধারণা:-

১৯ শতকের ভারতীয় ইতিহাসেও Euthanasia এর কিছু উদাহরণ রয়েছে । বীর সাভারকর এবং বিনোবা ভাবে হলো দুটি সুপরিচিত উদাহরণ যারা পুষ্টি গ্রহণ করতে অস্বীকার করে তাদের জীবন শেষ করতে বেছে নিয়েছিলেন । মহাত্মা গান্ধীও ইচ্ছাকৃত মৃত্যুর ধারণাকে সমর্থন করেছিলেন বলে জানা যায় । তিনি সারা জীবন "অহিংসার" প্রচার করেছিলেন এবং আত্মার শুদ্ধি হিসাবে উপবাসকে সমর্থন করেছিলেন এবং একটি ভালো কারণের জন্য একবার জীবন শেষ করার মধ্যে কোনোও ভুল তিনি দেখেননি । বাস্তবে, তিনি নিজেই একটি রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে 'আমরণ অনশন' অনুশীলন করেছিলেন যাতে তার দাবিগুলো পূরণ করা হয় । **(১৫)**

সৌম্যদীপ গোস্বামী "প্রহর" পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে লিখেছেন "মৃত্যুর জন্য আকুতি বনাম 'My Death – My Choice'---- ভারতে স্বেচ্ছায়মৃত্যুর 'অধিকার' ঠিক কেমন ?" তিনি লিখেছেন ১৯৯৮ সালে জিয়ান কাউর মামলায় ভারতীয় আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিল, জীবনের উপর অধিকার মানে মৃত্যুর উপর অধিকার নয় (ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী)। তাই পাঞ্জাবের সেই দম্পতিকে আত্মহত্যার চেষ্টার অপরাধে কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল । কিন্তু প্রত্যেক স্বেচ্ছামৃত্যুই আত্মহত্যা নয় । সেই প্রশ্নটাই জলজ্যান্ত ভাবে সামনে এল, অরুণা শানবাগ মামলায় । পেশায় নার্স অরুণা শানবাগ একদল বিকৃত মানসিকতার পুরুষের

যৌন লিপ্সার শিকার হন ১৯৭৩ সালে । তারপর ৭৩ বছর পর পেরিয়ে ২০১০ সালে তাঁর মৃত্যুর আবেদন জমা পড়ে সুপ্রিম কোর্টে । আর এই দীর্ঘ সময় ধরে Vegetative State এ থেকেছেন অরুণা । চিকিৎসকেরাও নিশ্চিত জানতেন তাঁর আর সুস্থ জীবনে ফেরার কোন উপায় নেই । কিন্তু ওই যে মৃত্যুর অধিকার নেই মানুষের । সেই অধিকার আছে শুধু ভাগ্যের । অরুণা শানবাগ মামলায় কিন্তু হোঁচট খেলো আমাদের এতদিনের চিন্তা-চেতনা-মূল্যবোধও ।বাইরে প্রকাশ করার ক্ষমতা না থাকলেও ভিতরে ভিতরে কতটা যন্ত্রনা সহ্য করে চলেছিলেন অরুণা, সেটা আন্দাজ করা কঠিন নয় । এমনকি আদালতকেও অবশেষে স্বীকার করে নিতে হল এমন পরিস্থিতিতে স্বেচ্ছামৃত্যু আইনসঙ্গত হতে পারে । ২০১১ সালের জানুয়ারি মাসে এক ঐতিহাসিক রায়ে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট জানায়, স্বেচ্ছামৃত্যুর অধিকার দিতে হবে । কিন্তু তার নানা খুঁটিনাটি স্থির করার জন্য বিশেষ কমিটি গঠন করতে হবে । না, স্বেচ্ছামৃত্যুর অধিকার পেলেন না অরুনা । কারণ সেই বিশেষ কমিটির সিদ্ধান্ত স্থির হতে হতে বছরের-পর-বছর কেটে যাচ্ছিল । এরমধ্যে ৪২ বছরের যুদ্ধ, শেষ করে ২০১৫ সালেই সম্পূর্ণ মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়লেন অরুণা । আর স্বেচ্ছামৃত্যুর আইন প্রস্তুত হতে হতে ক্যালেন্ডারের পাতা এসে থামলো ২০১৮ সালে । কী বলা হয়েছে ভারতীয় স্বেচ্ছামৃত্যুর আইনে ? ভারতবর্ষে প্রত্যক্ষ নয় পরোক্ষ স্বেচ্ছামৃত্যুকে আইনসঙ্গত করা হয়েছে । অর্থাৎ যে ব্যক্তির মৃত্যু ঘটবে তিনি নিজে এক্ষেত্রে কোন কোন ধরনের মত রাখতে পারবেন না । বস্তুত মতামত রাখার মতো অবস্থায় যদি তিনি থাকেন, তবে স্বেচ্ছামৃত্যু আইনসঙ্গত হবেও না । একমাত্র কোমা বা Vegetative State এ কোন রোগীর আত্মীয় আবেদন জানালে বিশেষ মেডিকাল বোর্ড এবং রাজ্য সরকারের সুপারিশ অনুযায়ী হাই-কোর্টের অনুমতি নিয়ে তাঁর মৃত্যু ঘটনো যেতে পারে । তবে এই মৃত্যুও হবে কোনো অভ্যাসরত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানেই । **(১৬)**

সম্প্রতি ২০২০ সালে চন্দ্রকান্ত নারায়ণরাও তাওাল বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্যের বর্তমান মামলায়, আবেদনকারী বোম্বে হাইকোর্টের সামনে ভারতের সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদ প্রয়োগ করে একজন নিবন্ধিত চিকিৎসকের মাধ্যমে সক্রিয় Euthanasia এর অনুমতি চেয়ে অসাধারণ প্রার্থনা করেন । আবেদনকারী প্রায় ৮১ বছর বয়সী, চিকিৎসাবিদ্যার গবেষণার উদ্দেশ্য ঔরঙ্গাবাদ সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালকে দেহ দান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন । পিঠের ডিস্কের সমস্যার কারণে আবেদনকারী মানসিক ও শারীরিকভাবে প্রচন্ড ব্যথার সম্মুখীন হচ্ছিলেন এবং শয্যাশায়ীও ছিলেন । এই মামলায় মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট আবেদনকারীর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করলেও তার প্রার্থনার অনুমতি দেওয়া হয়নি । কারণ ভারতে সক্রিয় Euthanasia এক ধরনের ইচ্ছামৃত্যু যা বেআইনি । **(১৭)**

কিন্তু ২০১৮ সালের ৭ ই মার্চ ভারতের প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রের নেতৃত্বে সুপ্রিম কোর্টের একটি পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ মৃত্যুর অধিকারকে বৈধ করেছে এবং প্যাসিভ ইউথেনেসিয়ার জন্য অস্থায়ীভাবে অসুস্থ রোগীদের দ্বারা তৈরি "লিভিং উইল" এর অনুমোদন করেছে ।"লিভিং উইল" হল একটি 'লিখিত নথি' যা একজন রোগী অসুস্থ হলে বা আর অবহিত সম্মতি প্রকাশ করতে সক্ষম না হলে আগে থেকে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করার বিষয়ে এই "লিভিং উইল" এর মাধ্যমে সে তার মতামত দিতে পারে বা সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিতে পারে। এটি Passive Euthanasia এর সাথে যুক্ত একটি ধারণা বলা যায় এটি একটি আইনি দলিল যা আপনাকে অক্ষম হয়ে গেলে ডাক্তারদের কাছে আপনার ইচ্ছা প্রকাশ করতে দেয়। একটি

জীবন্ত উইলে, আপনি একটি বিধ্বংসী অসুস্থতা বা আঘাতের ক্ষেত্রে আপনার জীবনকে কৃত্রিমভাবে দীর্ঘায়িত করতে চান কিনা তা আপনি রূপরেখা দিতে পারেন। **(১৮)**

সমালোচনা:-

সর্বশেষে পাওয়া সংবাদ অনুযায়ী জানতে পারা যায় (২৬ শে জানুয়ারি ২০২৩, বৃহস্পতিবার আনন্দবাজার পত্রিকা, কলিকাতা) যে নিষ্কৃতি মৃত্যুর পথ এবার ভারতে আরও সহজ হল। দুরারোগ্য ব্যধিতে ভুগে বা ভয়াবহ দুর্ঘটনায় আহত কারও যখন সুস্থ হওয়ার আশা নেই বললেই চলে, তখন অন্তিম মুহূর্তের যন্ত্রণা লাঘবের সুযোগ দেয় “Passive Euthanasia” বা অন্যের সাহায্য নিয়ে নিষ্কৃতি মৃত্যু। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সরকারি হস্তক্ষেপের শর্তে রাশ টানল সুপ্রিম কোর্ট। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে রোগী, রোগীর পরিবার এবং চিকিৎসকের বিচারবোধই এখন থেকে গুরুত্ব পাবে। বলা ভাল এখন থেকে এই Euthanasia বিষয়টি আর সরকারি অনুমোদন সাপেক্ষ নয়।

এই নতুন নির্দেশ মঙ্গলবার দিয়েছে (২৪ শে জানুয়ারী ২০২৩) সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ। বেঞ্চে ছিলেন বিচারপতি কে এম জোসেফ, বিচারপতি অজয় রাস্তৌগী, বিচারপতি অনিরুদ্ধ বোস, বিচারপতি ঋষিকেশ রায় এবং বিচারপতি সি টি রবিকুমার।নিষ্কৃতি মৃত্যুর অনুমোদন প্রক্রিয়া সহজ সরল করার পাশাপাশি, তাঁরা “ইচ্ছাপত্র” তৈরি করার বিষয়টিরও সরলীকরণ করা হয়েছে। ২০১৮ সালে এই সংক্রান্ত রায় নিষ্কৃতি- মৃত্যুর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে দুটি মেডিক্যাল বোর্ড গঠনের নির্দেশ দিয়েছিল ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট। তার পাশাপাশি, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য জেলা শাসকের নেতৃত্ব একটি রিভিউ বোর্ড গঠনের কথাও বলা হয়েছিল। সেই শর্তটিই এ বার বাতিল হল। এবার থেকে Passive Euthanasia ঘটানোর ক্ষেত্রে সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে এক জন জেলা মেডিক্যাল অফিসার থাকবেন হাসপাতালের মেডিক্যাল বোর্ড।জেলাশাসককে শুধু বিষয়টি জানিয়ে দিলেই হবে।পাশাপাশি বলা হয়েছিল, নিষ্কৃতি- মৃত্যু চাইছেন এমন মানুষ যে হাসপাতালে ভর্তি, সেই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষই প্রাথমিক ও রিভিউ বোর্ড গঠন করে সিদ্ধান্ত নেবে।প্যানেলের চিকিৎসকদের অন্তত: ২০ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। সেই নির্দেশেও বদলেছে। ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছেন, চিকিৎসকদের ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা থাকলেই হবে। তবে, নিষ্কৃতি-মৃত্যু বিষয়ক সিদ্ধান্ত নিতে হবে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে। **(১৯)**

Euthanasia সম্পর্কে মনোসমাজকর্মী রত্নাবলী রায় আনন্দবাজার পত্রিকা (অনলাইন) তে মন্তব্য করেছেন একজন তার পরিণত (ফরাসি চিত্র পরিচালক গঁদারের ইচ্ছামৃত্যু প্রসঙ্গে) বয়স পর্যন্ত তার জীবদ্দশায় যা যা সৃজনশীল কাজ উনি করতে চেয়েছেন সেটি যদি সম্পূর্ণ করার পর যদি কারোর মনে হয় যে উনি Exhausted বা ক্লান্ত তখন তিনি স্বেচ্ছায় ইচ্ছামৃত্যু গ্রহণ করতেই পারেন, এক্ষেত্রে এই ধরনের Euthanasia কে তিনি সমর্থন করেন। কিন্তু ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে Euthanasia কে Generalized করা যায় না। কারণ যার ইচ্ছা মৃত্যু ঘটানো হবে , সেক্ষেত্রে একমাত্র সেই ব্যক্তি যদি নিজে নিজের ইচ্ছামৃত্যুর সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে সেটি সঠিক পদ্ধতি হবে। এক্ষেত্রে সেই ব্যক্তির হয়ে কোন চিকিৎসক বা তাঁর আত্মীয়স্বজন এই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। একজন বা একাধিক চিকিৎসকদের মেডিকেল বোর্ডের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় “হিপোক্রেটিস ওথ”।

আর পরিবার-পরিজনদের সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় কোন হত্যার চক্রান্ত বা দুর অভিসন্ধি যেটা আমাদের পক্ষে আপাতদৃষ্টিতে বিচার করা সম্ভব নয়। সুতরাং ভারতবর্ষে Euthanasia ঘটানোর ক্ষেত্রে সবার আগে আমাদের নিশ্চিত হতে হবে যেন এই Euthanasia কে কেউ Murder এর Weapon হিসেবে ব্যবহার না করে। সুতরাং কারা এই ইচ্ছামৃত্যুকে সক্রিয় ভাবে গ্রহন করবেন ? তার রক্ষাকবচ কি হবে ? কারা এর আওতা থেকে বাদ যাবেন, সেইটার একটি নির্দিষ্ট নিয়ম নীতি আমাদের সামনে থাকা দরকার। এছাড়া আমাদের কাছে আইনীভাবে কোন সিদ্ধান্ত নেই যেটাকে

কার্যকারী করে আমরা স্বেচ্ছামৃত্যু বা Euthanasia কে জীবনের অংশ হিসেবে প্রতিস্থাপিত করতে পারব । আর ভারতবর্ষে Euthanasia এর প্রয়োজনীয়তার অনুভব হবে না যদি আমরা "প্যালিয়েটিভ কেয়ার" বিভাগ গুলিকে Strong বা আরও উন্নত করে তুলি; যার ফলে অনেকদিন ধরে রোগাক্রান্ত রোগীর যন্ত্রনা কষ্ট কম করা যাবে। **(২০)**

শেষবিচারে বলা যায় যে এ তো সব গেল Euthanasia এর আইনি দিক। এখন প্রশ্ন হোলো আমাদের ভারতীয় সমাজ কি এই Euthanasia এর ধারণাকে সাধারণভাবে মেনে নেবে ? সত্যিবলতে গেলে আমাদের ভারতবর্ষে এই Euthanasia বিশেষ করে Passive Euthanasia এর ঘটনা অহরহ ঘটে চলেছে । কিভাবে ? যখন কোনো রোগী যে আর্থিকভাবে দুর্বল, সে চিকিৎসার জন্য Private বা Corporate বড় হাসপাতালে যায় তখন তার আর্থিক দিক বিচার করে সেই বড় হাসপাতালটি রোগীটিকে চিকিৎসা প্রদান করতে অস্বীকার করে থাকে । আবার কোন রোগী যদি একেবারে মরণাপন্ন অবস্থায় হাসপাতালে পৌঁছায় তখন তার চিকিৎসা করা থেকে চিকিৎসকেরা বিরত থাকেন,কারণ যদি চিকিৎসার ফলে সেই রোগীর মৃত্যু ঘটে তাহলে চিকিৎসকদের হেনস্থা হতে হয় সেই রোগীর পরিবারের হাতে । তাছাড়া ভারতবর্ষে বেশীরভাগ সময়ই দেখা যায় আর্থিক কারণে কোনো রোগীকে হাসপাতাল থেকে ফেরত নিয়ে আসা হয় বা সেই মরণাপন্ন রোগীকে নামমাত্র চিকিৎসা দিয়ে তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করা হচ্ছে বলে রোগীর পরিবারের কাছে প্রতিপন্ন করা হয় ।এই সব ঘটনাগুলিকে যদি আমরা সূক্ষ্মভাবে বিচার করি তাহলে দেখা যাবে এই সব ঘটনাগুলি Passive Euthanasia এরই নামান্তর মাত্র ।

REFERENCES:

1. School of Medicine, University of Missouri, Center for Health Ethics, Euthanasia --- MU School of Medicine Copyright © 2022v/euthanasia#:~:text=what%20is%20euthanasia%3F,experiencing%20great%20pain%20and%20suffering
2. ভট্টাচার্য্য ডঃ সমরেন্দ্র, 2004, সম্মানিক নীতিবিদ্যা, "ইউথেনেশিয়া" পঞ্চম অধ্যায়, page ২৬৬ কলকাতা, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড
3. Annadurai Kalaivani, Danasekaran Raja and Mani Geetha, 2014, "Euthanasia : Right to Die with Dignity"---- PMC NCBI, Journal of Family Medicine and Primary Case, Wolters Kluwer---- MedKnow Publications 2014 Oct-Dec; 3(4): 477-478 http://www.ncbi.nlm.nih.gov>pmc
4. Opcit; ভট্টাচার্য্য ডঃ সমরেন্দ্র, 2004, সম্মানিক নীতিবিদ্যা, "ইউথেনেশিয়া", page ২৬৬-২৬৭ ৫) Euthanasia--- Wikipedia (History) en.m.wikipedia.org https://en.m.wikipedia.org/wiki/Euthanasia#:~:text=Euthanasia%2C%20in%20the%20sense%20ofthat%20may%20cause%20his%20death%22
5. Vecchio Ignazio, Tornali Christina, Rampello Luigi, Rigo Silvia Gaetana, Migliore Marcello and Rampello Liborio, Januray 2012, "ResearchGate", Brief history of euthanasia and the contribution of medical and surgical ethics to the Cultural debate", Acta Medica Mediterranea, 2012, 28 : 185-188 www.researchgate.net https://www.researchgate.net/publication/256536198_Brief_history_of_euthanasia_and_the_contribution_of_medical_and_surgical_ethics_to_the_cultural_debate.
6. Opcit; ভট্টাচার্য ড: সমরেন্দ্র, 2004, page ৮৪,৮৫,৮৬,৮৭,৮৮
7. Opcit; School of Medicine, "Types of Euthanasia, Center for Health Ethics
8. Opcit; ভট্টাচার্য ড: সমরেন্দ্র, 2004, page ১০১,১০২,১০৩,১০৪ ও ১০৫, ২৮৪ Singer Peter, Practical Ethics, Taking Life: Humans, 2nd Edition, Cambridge, 1993, page 175-217, www.PeterSingerLinks.com

Peter Singer's Practical Ethics, page 213 Peter Singer's Practical Ethics, page 214 http://sites.nd.edu>2019/10 Cambridge University Press Center for Human Bioethics Monash University http://www.stafforini.com

9. উইকিপিডিয়া – "আত্মহত্যা" bn.m.wikipedia.org/-
10. Wikipedia- Suicide(Translated) http://en.m.wikipedia.org>wiki
11. বসু পারমিতা, মুখার্জি কল্যাণ, 2014, "বর্তমান যুগে নিষ্কৃতি মৃত্যুর প্রাসঙ্গিকতা," "অনুরণন"(An International Journal of Humanities and Social Sciences) ISSN 2347-8055, Vol-2, Issue 2, Nov 2014, Published online www.anurananjournal.org
12. "Law Corner" Journal, 'Euthanasia in India'---- Meaning, Types and Legal Aspect, (2021) Nov-17 lawcorner.in/euthanasia Table of Contents Difference Between Suicide and Euthanasia. **6**
13. জোবাইর, ইউথেনেসিয়া(ইচ্ছামৃত্যু)-- মৃত্যুর অধিকার বনাম ধর্ম ও আবেগ, পত্রিকা - বাঁধ ভাঙার আওয়াজ, ১৯ শে নভেম্বর ২০২২, রাত ১২:০৭, https://m.somewhereinblog.net/mobile/blog/zobair7/30343082
14. (i) Jean-Luc-Godard http://en.wikipedia.org>wiki
15. Gupta Achal, SCC Online Blog (Bringing you the Best Analytical Legal News), Euthanasia--- Indian View, NOV 28, 2020
16. গোস্বামী সৌম্যদীপ, প্রহর পত্রিকা, প্রবন্ধ--- মৃত্যুর জন্য আকুতি বনাম 'মাই ডেথ মাই চয়েস'---- ভারতে স্বেচ্ছামৃত্যুর 'অধিকার' ঠিক কেমন ? Sept 11, 2020 https://www.prohor.in/the-scope-of-euthanasia-in-india
17. Banerji Oishika, Amity Law School Kolkata, Ipleaders (Law Sikho), Article: Is Euthanasia legal in India? April25, 2022, Published by Rachit Garg. http://blog.ipleaders.in/is-euthanasia-legal-in-india/?amp=1
18. রায় দেবনাথ, নিউজ 18. কম, Passive Euthanasia: What is 'Living Will' and 'Right to die ?' 9TH March 2018 , New Delhi, India.
19. স্টাফ রিপোর্টার, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৬ শে জানুয়ারি, ২০২৩, কলিকাতা, হার্ডকপি, সংবাদ সংস্থা
20. নিজস্ব সংবাদদাতা, আনন্দবাজার পত্রিকা, Euthanasia, " নিষ্কৃতি - মৃত্যু কি সর্বজনীন মানবাধিকার ? কী বলছেন রত্নাবলী রায় ? ১৪ সেপ্টেম্বর , ২০২২, কলিকাতা , প্রতিবেদন ও চিত্রগ্রহণ: সুবর্ণা , প্রিয়ঙ্কর; সম্পাদনা: সুব্রত https://www.anandabazar.com/video/should-euthanasia-be-an-universal-right-anandabazar-online-talkswith-ratnabali-roy-dgtl/cid/1370052